তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1-6 ...

দৈনিক আমাদের সময়

তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয়নি

লাঞ্ছিত সেই প্রধান শিক্ষক এবার সাময়িক বরখাস্ত

মজিবুল হক পলাশ, নারায়ণগঞ্জ ● ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ তুলে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কান ধরে ওঠবস করানোর পর এবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত ১৬ মে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফারুকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে প্রধান শিক্ষক পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

এদিকে ঘটনা তদন্তে গঠিত তিন সদস্যের কমিটির প্রতিবেদন ১৬ মে দেওয়ার কথা ছিল।' কিন্তু গতকাল পর্যন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। তদন্ত শেষ না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় আরও বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

লাঞ্ছিত সেই প্রধান শিক্ষক এবার সাময়িক বরখাস্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রধান শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে অনেকে নিজেদের কান ধরে ওঠবস করার ভিডিওচিত্র পোস্ট করেন তাদের ফেসবুকে। এ অবস্থায় গতকাল সকালে প্রকৃত ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন এবং মিথ্যাপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এলাকাবাসী বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা প্রশাসককে। এতে গণস্বাক্ষর রয়েছে। এ ছাড়া বিকালে প্রগতিশীল ছাত্রজোট নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের নিচে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত গতকাল তাকে বরখাস্তের চিঠি পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, হামলায় আহত হয়ে আমি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমার অসুস্থতাকে অনুপস্থিতি দেখিয়ে আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমার সব কিছু শেষ।

বরখাস্তের চিঠিতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফারুকুল ইসলাম উল্লেখ করেন, আপনার (প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত) বিরুদ্ধে ছাত্রদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি দেওয়ার নাম করে অর্থগ্রহণ, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ও বিদ্যালয়ে ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকা এবং প্রায়ই দেরি করে বিদ্যালয়ে আসার অভিযোগ ম্যানেজিং কমিটির সভায় উত্থাপিত হয়। এর আগেও এসব অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে এবং আপনাকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু আপনি এরূপ অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হননি। তাই গত ১৩ মে ম্যানেজিং কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনাকে পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

ওই চিঠির অনুলিপি স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও বন্দর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং কমিটির সভায় চাকরিচ্যুত করার কারণ হিসেবে চাকরি দেওয়ার নাম করে অর্থগ্রহণের যে অভিযোগ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মোবারক হোসেন গত রোববার গণমাধ্যম কর্মীদের জানিয়েছিলেন, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তবে তিনি কারো কোনো কথা শুনতেন না। ম্যানেজিং কমিটির ওই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সভা শেষ করে ওই দিনই দেশের বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু বরখাস্তের চিঠিতে তিনি কীভাবে ১৬ মে স্বাক্ষর করলেন এ বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

উল্লেখ্য, ৮ মে দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে শাসন করার সময় প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। ১৩ মে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভা চলার সময় মসজিদের মাইকে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ইসলাম ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন বলে তার শাস্তির দাবি জানিয়ে ঘোষণা দিয়ে লোকজন জড়ো করা হয়। পরে উত্তেজিত লোকজন প্রধান শিক্ষককে মারধর করে। এ ঘটনায় থানা পুলিশ, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমান সেখানে ছুটে যান। তার উপস্থিতিতে কান ধরে ওঠবস করানোর পর পুলিশ হেফাজতে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফারুকুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।